রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১৩, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
পরিবহন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ০৯ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, ২০১৪

নং ১১.০০.০০০০.৬০৫.০৩.০১৩.১৩.১২।—যেহেতু বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আওতাধীন যানবাহনসমূহ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু স্পীকার, উক্তরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংসদ সচিবালয় কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারী করিলেন:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নির্দেশিকা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নির্দেশিকায়,—

(১) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার, ক্ষেত্রমত, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিবকেও বুঝাইবে।

(২) "জরুরি ও ছোট খাটো মেরামত" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা, ২০১০ এর তফসিল-২ এর ক্রমিক ৩৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এ উল্লিখিত অর্থের ঊর্দ্ধে নয় এমন মেরামত।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(৩) "ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার/মেকানিক" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার/ মেকানিক।

(৪) "তালিকাভুক্ত মেরামত কারখানা" অর্থ প্রতি-অর্থ বছরের শুরুতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মেরামত কারখানা।

(৫) "পরিবহন শাখা" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পরিবহন শাখা।

(৬) "প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা, ২০১০।

(৭) "ভিআইপি" অর্থ জাতীয় সংসদের স্পীকার, চীফ হুইপ, হুইপগণ ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য ব্যক্তি।

(৮) "মেরামত" অর্থ কোন যানবাহন এর যান্ত্রিক ত্রুটি বা কোন যন্ত্রাংশ সংযোজন বা বিয়োজন বা সংস্কার।

(৯) "যানবাহন" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত জীপ, কার, বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, এ্যাম্বুলেন্স, পিক-আপ, সিএনজি অটোরিক্সা, মোটর সাইকেল ও অন্যান্য বাহন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
যানবাহন মেরামত

৩। **যানবাহন মেরামতের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়াবলী**।—যানবাহন মেরামতের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করিতে হইবে:—

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কোন যানবাহনের মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক নির্ধারিত ফরমে পরিবহন শাখায় একটি অধিযাচন প্রদান করিবে;

(খ) অধিযাচন প্রাপ্তির পর উহা পরিবহন শাখা ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজারের মাধ্যমে মেকানিক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া মেরামতের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র/যন্ত্রাংশের বিষয়ে নিশ্চিত হইবার পর প্রাক্কলন সংগ্রহের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিবে;

(গ) অনুমোদন প্রাপ্তির পর যে সকল জীপ র‍্যাংগস ওয়ার্কশপ লিমিটেড অথবা মিলিনিয়াম সার্ভিসিং সেন্টার কর্তৃক মেরামতের বিষয়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদন রহিয়াছে সে সকল জীপ র‍্যাংগস ওয়ার্কশপ অথবা মিলিনিয়াম সার্ভিসিং সেন্টার হইতে মেরামতের নিমিত্ত প্রাক্কলন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং অন্যান্য সকল যানবাহনের ক্ষেত্রে বিআরটিসি এর মেরামত কারখানা হইতে অনাপত্তি প্রত্যয়ন (No Objection Certificate) সংগ্রহ করতঃ প্রাক্কলন সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঘ) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় পত্র প্রেরণ, বিআরটিসি এর মেরামত কারখানা হইতে প্রাক্কলন সংগ্রহ, র‍্যাংগস ওয়ার্কশপ লিমিটেড, মিলিনিয়াম সার্ভিসিং সেন্টার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ওয়ার্কশপ হইতে প্রাক্কলন সংগ্রহের বিষয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ প্রধান এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঙ) যানবাহন মেরামত এর প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর মেরামতের জন্য কার্যাদেশ প্রদানের নিমিত্ত প্রাক্কলনটি অনুমোদন ও কার্যাদেশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা অনুযায়ী কার্যাদেশের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(চ) যানবাহন মেরামতের কার্যাদেশের অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কশপ/প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মেরামত কাজ সম্পন্ন করিয়া অত্র সচিবালয়ের পরিবহন শাখায় বিল দাখিল করিবে;

(ছ) বিল প্রাপ্তির পর মেরামত কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে কিনা তাহা ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার/মেকানিক দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মেরামত পরবর্তী সনদ সংগ্রহ করতঃ পরিবহন শাখা প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা এর নির্দেশনা অনুযায়ী তাহা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(জ) জরুরি ও ছোট-খাটো মেরামত এর ক্ষেত্রে —

(অ) সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা হইতে অনাপত্তি প্রত্যয়ন (NOC) এবং বিআরটিএ এর মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সংগ্রহ করিয়া পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত মানসম্মত ওয়ার্কশপ হইতে প্রাক্কলন সংগ্রহপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামত কাজ সম্পন্ন করা যাইবে;

(আ) ক্রমিক (অ) অনুযায়ী মেরামত কাজ সম্পন্ন হইলে ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার/ মেকানিক দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মেরামত পরবর্তী সনদ সংগ্রহ করতঃ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) কার্যাদেশ ও বিল প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে;

(ঞ) কোন ক্ষেত্রে বিআরটিসি'র মেরামত কারখানার প্রাক্কলন ব্যয় বেশী প্রতীয়মান হইলে সেই ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত মেরামত কারখানা হইতে প্রাক্কলন সংগ্রহ করিয়া পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুযায়ী অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (Request For Quotation (RFQ) অনুসরণ করিয়া দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (Tender Evaluation Committee (TEC) সুপারিশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করিয়া মেরামত কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ট) বিদ্যমান সরকারি বিধি অনুযায়ী ৫০০০ কিঃমিঃ অথবা প্রতি ৩ মাস অন্তর যানবাহন সার্ভিসিং করিতে হইবে এবং সার্ভিসিং এর সময় সকল ধরনের অয়েল প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করিতে হইবে এবং সার্ভিসিং কার্যাদি তদারকির জন্য কর্তৃপক্ষ যেইরূপ মনে করিবে সংসদ সচিবালয়ে সেইরূপ একটি কমিটি থাকিবে এবং উল্লিখিত কমিটির তত্ত্বাবধানে সার্ভিসিং কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ঠ) ক্রমিক "ঞ" এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, বেসরকারি মেরামত কারখানায় মেরামত কাজ যথাসম্ভব সীমিত রাখিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ

৪। **যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ।**—(১) প্রত্যেক যানবাহনের চালক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বা গ্যারেজে যানবাহন পার্কিং করিবে বা রাখিবে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন যানবাহন উক্ত স্থান বা গ্যারেজ হইতে বাহির করা যাইবে না, তবে ভিআইপিগণের যানবাহন তাহাদের চাহিদা মোতাবেক ব্যবহার করা যাইবে।

(২) প্রত্যেক যানবাহনের চালক, প্রযোজ্যক্ষেত্রে যানবাহন চালকের সহকারী প্রত্যহ সকালে ও বিকালে যানবাহনের ভিতর ও বাহির পরিস্কার করিবে এবং সপ্তাহে অন্যূন একবার ধৌত (Ramp Wash) করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর নির্দেশনা অবহেলা বা অমান্য করিলে তাহা আচরণ বিধির লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবিধ

৫। **সাযুজ্যকরণ।**—যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যে সকল বিষয় এই নির্দেশিকায় উল্লেখ নাই, সেই সকল বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিধি এই নির্দেশিকার সঙ্গে সাযুজ্য করতঃ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুসরণ করা যাইবে।

৬। **নীতিমালার ব্যাখ্যা।**—এই নীতিমালা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এবং এই নীতিমালায় যাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচন।**—প্রতি অর্থ-বছরের শুরুতে সকল যানবাহন সার্ভিসিং করার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং উহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে।

৮। **নির্দেশিকা সংশোধনের ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ, সময়ে সময়ে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এ নির্দেশিকা সংশোধন করিতে পারিবে।

স্পীকারের আদেশক্রমে

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোস্তফা কামাল, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd